17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উত্তরাঞ্চলঃ ভর্তি হওয়ার পরও ১১ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে

।। মোঃ হাসিবুর রহমান বিলু ।।

বগুড়া ২৯শে ডিসেম্বর।—নানা কায়দা কৌশল করে, লোভ দেখিয়ে '৯৪ সালে উত্তরাঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বালক–বালিকাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায়নি। সরকারি সূত্র জানায়, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় '৯৪ সালে এ অঞ্চলের ১৬টি জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের বালক–বালিকা ভর্তি করা হয় ৪৮ লাখ ৬৪ হাজার ৪শ' ১২ জন। মূলত কঠিন পাঠ্যক্রম, জটিল পাঠদান পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্রসহ অন্যান্য কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও কম মেধাবী ১১ লাখ ১৫ হাজার ৪শ' ৮৭ জন বালক–বালিকা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বিভাগের পৃথক সূত্র জানায়, বিভাগীয় জেলা রাজশাহীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮শ' ৬৭ জন বালক–বালিকা ভর্তি হয় তার মধ্যে উল্লেখিত দু'টি এবং অন্যান্য কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ৮৯ হাজার ৪শ' ৮৮জন। নাটোরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ লাখ ৩৬ হাজার ১শ' ৪৬জন বালক–বালিকা ভর্তি হবার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৬৬ হাজার ১শ' ২০ জন। নওগাঁতে '৯৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩শ' ৬৬জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৫শ' ৩৬জন। সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ২ লাখ ৩ হাজার ৯শ' ৫৮জন বালক–বালিকা ভর্তি হয় তার মধ্যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৪২ হাজার ৮শ' ৩১জন। এই জেলায় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন অনেক বালক–বালিকাই চোরাই পণ্য আনা নেয়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। সীমান্ত এলাকার বিশেষত শিবগঞ্জ এলাকায় বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে এমন বালক–বালিকার একটি বড় অংশই এখন চোরাই পণ্য আনা নেয়ার কাজ করছে। উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বগুড়ার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে '৯৪ সালে যে ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৪৩জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৪শ' ৯০ জন। এই বিপুলসংখ্যক বালক–বালিকা লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পর নিজেদের নিয়োজিত করেছে জমির কাজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে অথবা অন্য কোন পেশায়। জয়পুরহাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ১ লাখ ২৪ হাজার ৪শ' ৮৪ জন বালক–বালিকার মধ্যে অক্টোবরের মধ্যেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে অন্যান্য পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে অথবা ঘরে বসে আছে বিদ্যালয়ে যাবার মত ২৭ হাজার ৩শ' ৮৬জন।

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে '৯৪ সালে যে ৪ লাখ ৮২ হাজার ৬শ' ৩২ জন বালক–বালিকাকে বিদ্যালয়মুখী করা হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝিই লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ১লাখ ৬ হাজার ১শ' ৭৯জন বালক–বালিকা। মূলত অভাব, যোগাযোগ এবং শিক্ষাসামগ্রীর অভাবেই এই বিপুলসংখ্যক বালক–বালিকা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। পাবনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে '৯৪ সালে যে ৩ লাখ ৯১ হাজার ১শ' ৪০জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝি ৭৮হাজার ২শ' ২৮ জন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এ জেলায় যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদের একটি বড় অংশ পেটের দায়ে কাজ করছে জমিতে স্বল্পদরের কৃষি শ্রমিক হিসেবে। রংপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ৪ লাখ ১৪ হাজার ৫শ' ১৯জন বালক–বালিকার মধ্যে বছরের ৯ মাস যেতে না যেতেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৭৪ হাজার ৬শ' ১৩জন। এসব বালক–বালিকার একটি বড় অংশই কাজ করছে বিড়ি তৈরির কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে। গাইবান্ধাতে '৯৪ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৮৮ হাজার ২শ' ২০ জন। এ জেলায় বছরের প্রথমদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কায়দা করে বালক–বালিকা ভর্তি করা হয়েছিল ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৫শ' ৮৫জনকে। নীলফামারীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের প্রথমদিকে যে ২ লাখ ৫৪ হাজার ২শ' ২৮জনকে ভর্তি করা হয়েছিল তার মধ্য থেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৪০ হাজার ৬শ' ৬৭জন। লালমনিরহাটের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর বিভিন্ন কায়দা করে যে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৭০জন বালক–বালিকা ভর্তি করা হয় তার মধ্যে কয়েকদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৪১হাজার ৩শ' ১জন। তবে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার তুলনায় লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে অনেক ভালভাবে।

কুড়িগ্রাম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ২ লাখ ৭৮ হাজার ১শ' ৯৫ জন বালক–বালিকাকে ভর্তি করা হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝিই লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ৫৫ হাজার ৬শ' ৩৯জন বালক–বালিকা। এই বিপুলসংখ্যক বালক–বালিকার একটি বড় অংশ এখন কাজ করে কৃষি শ্রমিক হিসেবে। উত্তরের বড় জেলা দিনাজপুরে এবার নানা কায়দা করে যে ৪ লাখ ১৫ হাজার ২শ' ১জন বালক–বালিকাকে বিদ্যালয়মুখী করা হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝি ১ লাখ ৭ হাজার ৯শ' ৫২ জন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নানা ধরনের পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে অথবা ঘরে বসে সময় কাটাচ্ছে। ঠাকুরগাঁতে '৯৪ সালে যে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৭শ' ২৫জন বালক–বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে ৬ মাস যেতে না যেতেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে ৫১ হাজার ৪শ' ৮জন বালক–বালিকা। দেশের সর্ব উত্তরের অভাবী জেলা পঞ্চগড়ে বছরের শুরুতেই বিদ্যালয়ে যে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭শ' ৫৩জন বালক–বালিকাকে নানা কায়দা করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল তার মধ্যে বছরের মাঝামাঝি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে ৩৪ হাজার ৫শ' বালক–বালিকা। এই বিপুলসংখ্যক বালক–বালিকার একটি বড় অংশ কাজ করছে পাথর ভাংগার অথবা নদী ও খনি থেকে বালি তোলার।